ছোটদের প্রিয় রাসূল ১

মরুর বুকে এলেন নবি

সত্যায়ন
প্রকাশন

৬

নবিজির আগমনে চারিদিকে বরকত

দুর্ভিক্ষ চলছে চারিদিকে। খাবারের অভাবে মানুষের অবস্থা দুর্বিষহ। হালীমার পরিবারেও কোনো খাবার নেই। তাদের একটি দুর্বল উট ছিল, সেটিও এককোঁটা দুধ দিত না। ক্ষুধার তাড়নায় হালীমার ছোট্ট ছেলেও ঘুমোতে পারত না।

এমন সময় বেদুইন নারীরা শহরের দিকে এগিয়ে আসছিল। ঐ কাফেলায় হালীমাও ছিলেন। তার দুর্বল গাধির কারণে কাফেলা বারবার পিছিয়ে পড়ছিল।

শহুরে আরবরা বাচ্চাদের গ্রামে বড় করত। এটাই তখনকার রীতি। গ্রামে রোগবালাই কম। শিশুরাও খেলাধুলা করে সুস্থ-সবল হয়ে বেড়ে ওঠে। বানূ সা'দের মহিলারা মক্কায় এসেছিল দুধের শিশু নিতে। ধনী পরিবারের শিশু নিলে প্রচুর অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু ইয়াতীম শিশু মুহাম্মাদের যে বাবা বেঁচে নেই, দাদা-চাচারা আর কত অর্থ দেবে! এ জন্য সবাই তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছিল। হায়! যদি জানত, কাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে!

সবাই শিশু পেয়েছে। কিন্তু হালীমা সা'দিয়াকে কেউ শিশু দেয়নি। দেবে কীভাবে, সে যে নিজের ছেলেকেই ঠিকমতো দুধ খাওয়াতে পারে না। এতদূর এসে খালিহাতে ফিরতে হবে? শুধু এই ভাবনায় হালীমা ইয়াতীম শিশুটিকে নিল। কিন্তু তাকে কী খাওয়াবে, ভেবে পাচ্ছিল না।

শিশু মুহাম্মাদকে নেওয়ার পর থেকেই একের-পর-এক অবাক-করা ঘটনা ঘটতে লাগল। ফেরার সময় হালীমার গাধি পুরো কাফেলাকে পেছনে ফেলে দেয়। সবাই অবাক! ঘটনা কী? তখন হালীমা বলল, 'আমরা এক বরকতময় শিশু পেয়েছি!'

হালীমার দুর্বল উটেও দুধ এল। হালীমা ও তার স্বামী তৃপ্তির সাথে দুধ খেল। এদিকে শিশু মুহাম্মাদ ও তাঁর দুধভাই মা হালীমার দুধ খেল। অনেকদিন পর সবাই শান্তিতে ঘুমাল। হালীমার স্বামীও বলল, 'আমরা এক বরকতময় শিশু পেয়েছি!'

শুধু এখানেই শেষ নয়। দুর্ভিক্ষের সময় অন্যদের ভেড়াগুলো থাকত ক্ষুধার্ত, কিন্তু হালীমার ভেড়াগুলো ঘরে ফিরত নাদুস-নুদুস হয়ে! প্রচুর দুধ দিত। হালীমার ভাগ্য খুলে গেল। চারিদিকে বরকত আর বরকত!

বন্ধুরা! সেই বরকতময় শিশু হলেন আমাদের প্রিয় রাসূল ﷺ। তিনি বড় হতে লাগলেন অন্য সবার চেয়ে সুস্থসবল হয়ে। পাঁচ বছর পর্যন্ত সেখানেই রইলেন। কিন্তু মাঝে ঘটল এক ভয়ংকর ঘটনা!

ঘটনাটি তাবারানি-এর *আল-মু'জামুল কাবীর* (২৪/২১২-২১৫) অনুসারে সাজানো হয়েছে।

বিদীর্ণ হলো বুক ৭

বানূ সা'দের উপত্যকায় এক বিরল ঘটনা ঘটল। একবার শিশু মুহাম্মাদ দুধভাইয়ের সাথে খেলতে গেলেন। আচমকা দুজন ফেরেশতা এসে আমাদের রাসূল ﷺ-কে আঁকড়ে ধরল। এরপর মাটিতে শুইয়ে তাঁর বুক চিরে ফেলল! দুধভাই ভাবল, মুহাম্মাদ মরে গেছে! সে ভয়ে চিৎকার করে মায়ের কাছে ছুটল।

ঘটনা শুনে হালীমা ছুটে এলেন। এসে দেখেন মুহাম্মাদ ফ্যাকাশে মুখে বসে আছেন। হালীমা তাকে বুকে টেনে নিলেন। এরপর বাড়ি এসে জানতে চাইলেন, 'মুহাম্মাদ, তোমার সাথে কী হয়েছে?' তিনি সব খুলে বললেন।

সেদিন দুটি সাদা পাখি আমার দিকে এগিয়ে এল। দেখতে অনেকটা ইগলের মতো। তারা বলাবলি করছিলেন, এই কি সেই? অপরজন বললেন, হ্যাঁ! এরপর আমার পেট চিরে তারা হৃৎপিণ্ড বের করেন। সেখান থেকে জমাটবাঁধা রক্তের দুটি কালো টুকরো বের করে ফেলেন। বরফ-পানি দিয়ে পেটের ভেতরে ধৌত করেন। এরপর হৃৎপিণ্ড সেলাই করে আমাকে প্রশান্ত করেন। সবশেষে নুবুওয়াতের সীলমোহর লাগিয়ে দেন।

এই ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ প্রিয় নবির অন্তরকে নুবুওয়াতের জন্য প্রস্তুত করেন।

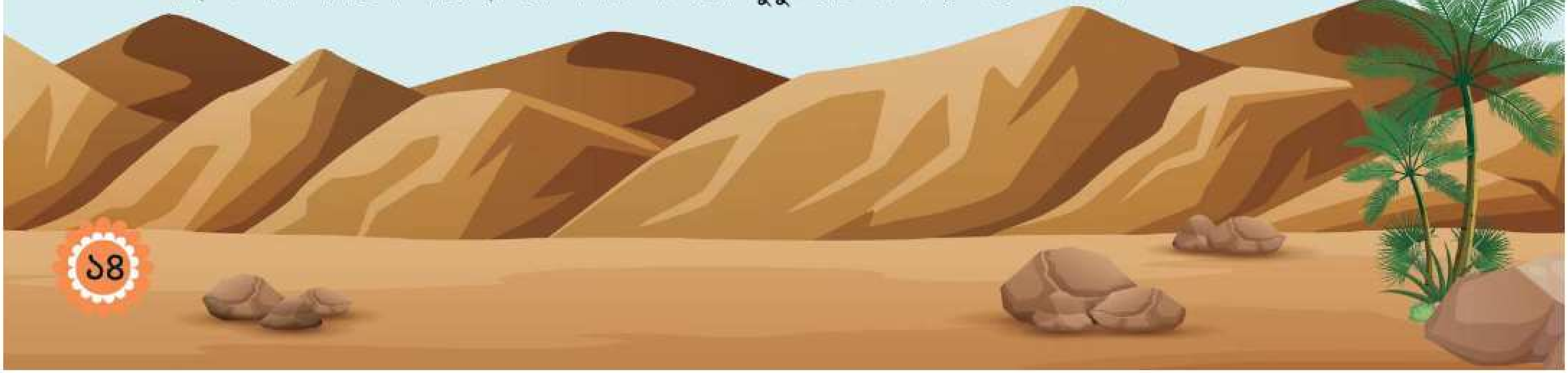

এই ঘটনায় ভয় পেয়ে গেলেন হালীমা। তারপর তাকে মক্কায় ফেরত নিয়ে আসেন। কিন্তু হালীমার কথা শুনে নবিজির মা আমিনা মোটেও ভয় পেলেন না। তিনি আগে থেকেই শিশু মুহাম্মাদের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য টের পেয়েছিলেন। এ জন্য বললেন, 'আমার ছেলেটির বিশেষ মর্যাদা আছে। সে গর্ভে থাকাকালে স্বপ্নে দেখেছি, আমার থেকে একটি নূর বের হয়ে শামের প্রাসাদগুলোকে আলোকিত করল। গর্ভের সময়েও সে ছিল খুব হালকা।'

এসব শুনে হালীমার ভয় কেটে যায়। তিনি বুঝলেন, কেউ এই শিশুর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আবার তাকে সাথে নিয়ে মরুভূমিতে ফিরে যান। এরপর পাঁচ বছর বয়সে শিশু মুহাম্মাদকে মক্কায় নিয়ে আসেন হালীমা।

হালীমা ছাড়া আরও দুজন নারী নবিজিকে লালন-পালন করেছেন। তাদের মধ্যে হালীমা ও সুওয়াইবা ছিলেন তাঁর দুধ-মা। আর উম্মু আইমান ছিলেন পরিচর্যাকারী।

ঘটনাটি বাইহাকি-এর *দালাইলুন নুবুওয়াহ* (১/১৩৩-১৩৬) অনুসারে সাজানো হয়েছে।

এক-নজরে গল্পগুলো

- আঁধার ঘেরা দুনিয়া
- হারিয়ে যাওয়া কূপের খোঁজে
- উটের বদলায় বাঁচল জীবন
- ধ্বংস হলো হাতির দল
- এলেন তিনি দুনিয়ায়
- নবিজির আগমনে চারিদিকে বরকত
- বিদীর্ণ হলো বুক
- নবিজির ছেলেবেলা
- গাছের ছায়া পড়ল ঝুঁকে
- লাল উটের চেয়েও দামি
- কা'বা মেরামতে দ্বন্দ্ব

9 789849 541646

মরুর বুকে এলেন নবি
লেখক: তানভীর হায়দার
শারঈ সম্পাদক: আব্দুল হাই মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
প্রকল্প পরিচালক: ইসমাইল হোসাইন
গ্রাফিক্স: শরিফুল আলম
প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০২১
সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য: ৳১৪২

সত্যায়ন প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
মুঠোফোন: ০১৪০৫ ৩০০ ৫০০
sottayonprokashon

ছোটদের প্রিয় রাসূল ২

দ্বীনের দাওয়াত হলো শুরু

সত্যায়ন
প্রকাশন

৩ সত্যের পথে এল বাধা

রাসূলের বিরোধিতা করতে লাগল কুরাইশ নেতারা। কারণ, নবি ﷺ-এর দাওয়াত মেনে নিলে আল্লাহ ও রাসূলের কথামতো চলতে হবে। ওদের জুলুমের রাজত্ব আর চলবে না। তাই তারা শত্রুতা শুরু করল। একদিন আবূ জাহল বলল, মুহাম্মাদ সাজদায় গেলে আমি পা দিয়ে তার ঘাড় মাড়িয়ে দেবো! কত দুঃসাহস আবূ জাহলের!

এরপর আবূ জাহল কা'বায় এসে দেখল, নবিজি সালাত আদায় করছেন। সে নবিজির দিকে ছুটে গেল। কিন্তু কাছাকাছি যেতেই খুব ভয় পেয়ে গেল। সবাই দেখল, দুই হাত দিয়ে আবূ জাহল নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে!

মুশরিকরা জিজ্ঞেস করল, আবূ জাহল, কী ব্যাপার! এমন করছ কেন? সে জবাব দিল, আমি একটি আগুনের গর্ত দেখলাম! ওখানে বিশাল আকারের কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে। আরেকটু এগোলেই ওরা আমার হাত-পা ছিঁড়ে ফেলত!

অথচ আবূ জাহল রাসূলকে হুমকি দিত, আমিই এখানকার সবচেয়ে শক্তিশালী। আমার ডাকেই সবচেয়ে বেশি লোক আসবে। এর জবাবে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ‘সে তার লোকজনকে ডাকুক। আমিও জাহান্নামের ফেরেশতাদের ডাকব।’

এই আবূ জাহলই রাসূলের সাথে সবচেয়ে বেশি দুর্ব্যবহার করত। গালমন্দও করত।

কাফিরদের আরেক নেতা ছিল উতবা ইবনু রবীআ। সে ছিল জ্যোতিষী ও জাদুকর। এগুলোর মাধ্যমে উতবা ভেলকি দেখাত। এ ছাড়া কবি হিসেবেও তার নামডাক ছিল। মুশরিকরা ভাবল, এবার উতবার মাধ্যমে কুরআনের মোকাবেলা করা যাবে! তাই কাফিররা উতবাকে পাঠাল নবিজির কাছে।

উতবা এসে বলল, মুহাম্মাদ, কে উত্তম? তুমি নাকি তোমার পিতা? আচ্ছা বলো তো, কে উত্তম, তুমি নাকি তোমার দাদা?

এই প্রশ্ন ছিল একটি ফাঁদ। কারণ উতবা চাইছিল, মুহাম্মাদ যেন বাপদাদার সমালোচনা করেন। তাহলে নিজের গোত্রের লোকও তার ওপর খেপে যাবে।

কিন্তু নবি ﷺ কোনো জবাব দিলেন না। উতবার চালাকি ভেস্তে গেল।

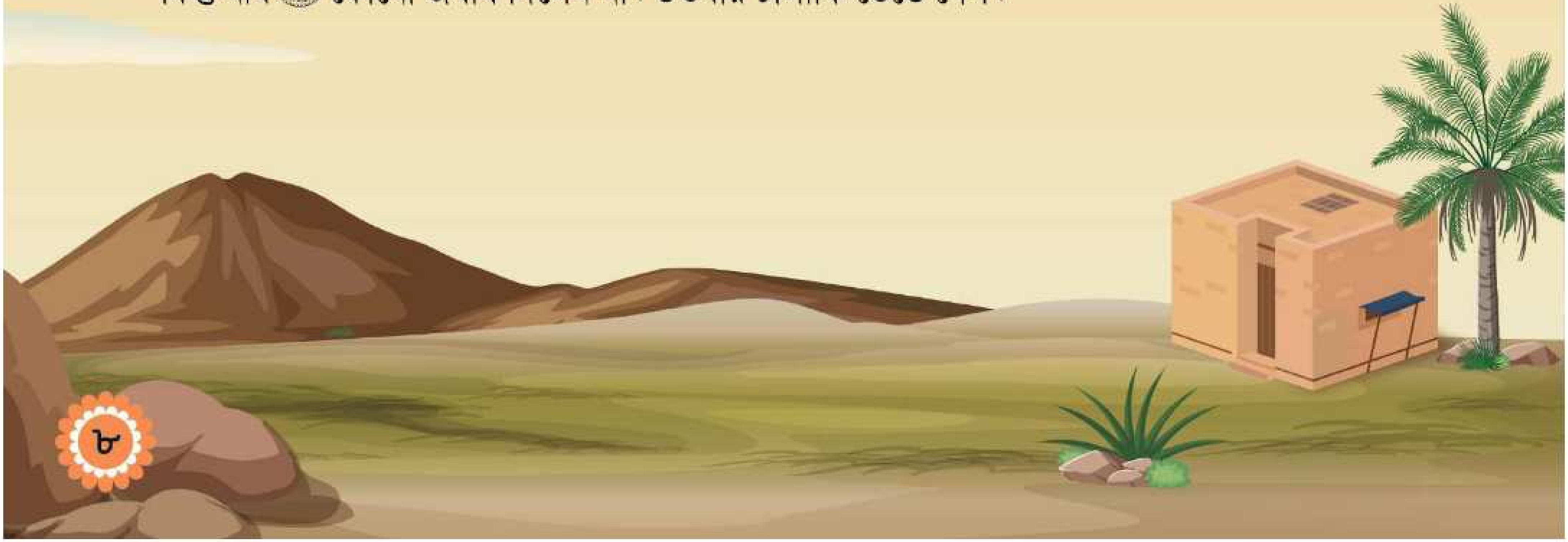

এরপর নবিজিকে রাগানোর জন্য উতবা অনেক কথা বলল। তুমি আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছ, আমাদের দেবদেবীর সমালোচনা করছ, বাপদাদার ধর্মকে ভুল বলছ!
এমনকি রাসূলকে অপমান করার জন্য উতবা বলল, আরবের জনগণ বলাবলি করছে, তুমি নাকি জাদুকর! গণক!

এবার উতবা লোভ দেখিয়ে বলল, মুহাম্মাদ, তুমি চাইলে আমরা তোমাকে সবচেয়ে ধনী বানিয়ে দেবো। আর যদি বিয়ে করতে চাও, দশ জনকে তোমার সাথে বিয়ে দেবো!

কিন্তু নবি ﷺ এসব অর্থহীন কথার কোনো জবাব দিলেন না।
শুধু বললেন, কথা শেষ হয়েছে? উতবা বলল, হ্যাঁ।

তখন নবিজির ওপর ওহি নাযিল শুরু হলো। তিনি সূরা সাজদা তিলাওয়াত শুরু করলেন। আয়াত পাঠ করে উতবাকে জানিয়ে দিলেন, ইসলামের দাওয়াত কবুল না করলে, তোমাদের ওপর আদ ও সামূদ জাতির মতো ভয়ানক শাস্তি আসবে!

তখন উতবা ভড়কে গেল। হাত বাড়িয়ে বলল, মুহাম্মাদ, যথেষ্ট হয়েছে, এবার থামো!

উতবা আর কোনো কথা বাড়াল না। চুপচাপ ফিরে গেল কুরাইশদের কাছে। সবাই জানতে চাইল, কী ব্যাপার? মুহাম্মাদ কি দাওয়াত বন্ধ করতে রাজি হয়েছে? উতবা বলল, না! মুহাম্মাদের বিরোধিতা করা সম্ভব নয়। কারণ আমার ভয় হচ্ছে, না জানি আমাদের ওপর আদ-সামূদের মতো শাস্তি চলে আসে!

এ কথা শুনে সবাই চুপ হয়ে গেল। কারণ, মুশরিকরা ভালো করেই জানত মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। তাকে কোনোভাবেই থামানো যাবে না।

ঘটনাটি *সহীহ বুখারি*-এর ২৭৯৭ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

এক-নজরে গল্পগুলো

- হেরা গুহায় ওহির আলো
- সাফা পাহাড়ের আহ্বান
- সত্যের পথে এল বাধা
- কাফিররা পেল অত্যাচারের ফল
- টুকরো হলো চাঁদ
- চন্দ্র-সূর্যের চেয়েও দামি
- ঈমান কভু যায় না ছাড়া
- সাফা পাহাড়ের সেই বাড়ি

9 789849 541646

দ্বীনের দাওয়াত হলো শুরু
লেখক: তানভীর হায়দার
শারঈ সম্পাদক: আব্দুল হাই মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
প্রকল্প পরিচালক: ইসমাইল হোসাইন
গ্রাফিক্স: শরিফুল আলম
প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০২১
সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য: ৳১৪২

সত্যায়ন
প্র কা শ ন
ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
মুঠোফোন: ০১৪০৫ ৩০০ ৫০০
sottayonprokashon

ছোটদের প্রিয় রাসূল
৩
মক্কা
ছেড়ে
মদীনার
পথে
সত্যায়ন
প্রকাশন

জীবনের বিনিময়ে জান্নাতের চুক্তি

৬

রাত নেমে এসেছে। হাজীরা নিজ নিজ তাঁবুতে শুয়ে পড়েছেন। কিন্তু কিছু মানুষের চোখে ঘুম নেই। একজন-দুজন করে চুপিসারে বেরিয়ে এলেন পঁচাত্তর জন। সবাই মদীনাবাসী। তারা গোপনে আকাবা গিরিপথে জড়ো হলেন। অপেক্ষায় আছেন, কখন রাসূলের কাছে বাইআত দেবেন!

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাসূল ﷺ এলেন। সাথে ছিলেন চাচা আব্বাস (رضي الله عنه)। আবূ তালিবের মৃত্যুর পর তিনিই ভাতিজাকে দেখেশুনে রাখতেন। তাকে কোথাও একা ছাড়তেন না।

আব্বাসই প্রথমে কথা তুললেন। তিনি মদীনাবাসীদের বললেন, দেখো! মুহাম্মাদকে আমরা নিরাপদে রেখেছি। যদি তাকে মদীনায় নিয়ে যেতে চাও, তাহলে উপযুক্ত নিরাপত্তা দিতে হবে। নইলে আগেই জানিয়ে দাও। মদীনাবাসীদের অন্তর যে ঈমানের আলোয় আলোকিত! তারা কি কখনও নবিজিকে ছেড়ে যেতে পারেন? তারা নবিজিকে বললেন, আমরা আব্বাসের কথা শুনেছি! এবার আপনি বলুন। আপনার ও আপনার রবের জন্য যা ইচ্ছে চুক্তি করে নিন!

রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমরা ওয়াদা করো,

আমার কথা শুনবে ও মানবে;
সুসময়ে বা দুঃসময়ে

ভালোকাজে আদেশ দিবে,
মন্দ কাজে বাধা দিবে

আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে,
স্বচ্ছল কিংবা অস্বচ্ছল অবস্থায়

আল্লাহর জন্যে কথা বলবে,
কোন নিন্দুকের নিন্দার
পরোয়া করবে না

তোমাদের কাছে গেলে
আমাকে সাহায্য করবে

এমনভাবে সুরক্ষা দিবে
যেভাবে নিজেকে ও নিজের
স্ত্রী-সন্তানকে রক্ষা করো

বন্ধুরা, মিলিয়ে দেখো! এই বাইআত কিন্তু গতবারের মতো নয়। এবার প্রতিটি শর্তের সাথে জড়িয়ে আছে শত্রুদের মোকাবেলা ও যুদ্ধের কথা। তারা কি পারবেন, এভাবে রাসূল ﷺ-কে রক্ষা করতে?

কিন্তু এক মুহূর্ত দেরি না করেই মদীনাবাসীরা জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ! আল্লাহর কসম! অবশ্যই আপনাকে হেফাজত করব, যেভাবে আমাদের পরিবারকে হেফাজত করি।'

তবুও কথা থেকে যায়। একজন জানতে চাইলেন, যদি রাসূল নিজেই আমাদের ছেড়ে চলে আসেন? রাসূল ﷺ জবাবে মুচকি হেসে বললেন, 'তোমাদের রক্ত আমার রক্ত। তোমাদের সম্মান আমার সম্মান। আমি তোমাদের, তোমরা আমার। তোমরা যাদের বিরুদ্ধে লড়বে, আমিও লড়ব। তোমরা যাদের সাথে সন্ধি করবে, আমিও করব।'

এরপর সবাই এগিয়ে এলেন বাইআতের জন্য। হাতে হাত রেখে ওয়াদা করতে চাইলেন! কিন্তু এটা যে জীবন-মৃত্যুর ব্যাপারে ওয়াদা করা! এটি কোনো সহজ কাজ নয়। তাই বিষয়টি আরেকবার বুঝে নেওয়া দরকার।

এ জন্য একজন মদীনাবাসী বললেন, 'তোমরা কি জানো, কিসের বাইআত করছ? লাল-কালো লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হবে। তোমাদের সম্পদ ধ্বংস হবে, নেতারা নিহত হবে। তখন তাকে ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে এখন ছেড়ে দেওয়াই কম লজ্জার। আর এত কুরবানির পরেও যদি ওয়াদা রাখতে পারো, তবে অবশ্যই এই চুক্তি গ্রহণ করা উচিত। এতেই আছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ!'

সকলেই অধীর হয়ে বললেন, ‘আমরা এই চুক্তি কবুল করছি। আমাদের ধন-সম্পদ ও নেতাদের জীবনের বিনিময়ে হলেও!’

তাদেরই একজন নবিজির কাছে জানতে চাইলেন, ‘এতকিছুর বিনিময়ে আমরা কী পাব?’ জবাবে রাসূল ﷺ শুধু একটি শব্দই বললেন, ‘জান্নাত!’
তাঁরা বললেন, ‘হাত বাড়িয়ে দিন!’

আল্লাহু আকবার! একে একে সবাই বাইআত করলেন। সকলেই বললেন, ‘এই চুক্তি কত লাভজনক। কখনও এই বাইআত ছাড়ব না, ছাড়ার আবেদনও করব না!’

আকাবার দ্বিতীয় বাইআত হয়েছিল নুবুওয়াতের তেরোতম বছরে। এর কিছুদিন পরেই নবিজি হিজরত করেন।

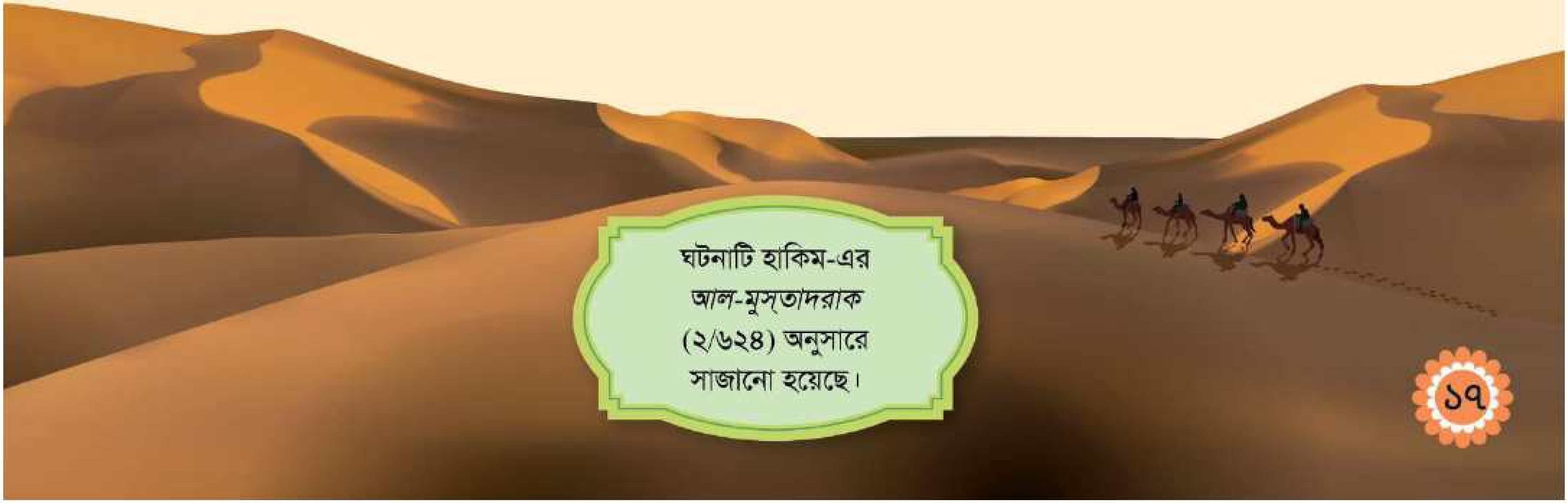

ঘটনাটি হাকিম-এর *আল-মুস্‌তাদরাক* (২/৬২৪) অনুসারে সাজানো হয়েছে।

এক-নজরে গল্পগুলো

- তিন বছরের বন্দি-জীবন
- দুঃখের বছর
- পাথর ছুড়ে মারল যারা
- উর্ধ্বজগতে গেলেন নবি
- ছয় যুবকের সৌভাগ্য
- জীবনের বিনিময়ে জান্নাতের চুক্তি
- পাহাড় চূড়ায় শয়তানের চিৎকার
- ঘর ছাড়লেন প্রিয় নবি
- সাওর গুহায় তিন দিন

9 789849 541646

মক্কা ছেড়ে মদীনার পথে
লেখক: তানভীর হায়দার
শারঈ সম্পাদক: আব্দুল হাই মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
প্রকল্প পরিচালক: ইসমাইল হোসাইন
গ্রাফিক্স: শরিফুল আলম
প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০২১
সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য: ৳১৪২

সত্যায়ন
প্র কা শ ন
ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
মুঠোফোন: ০১৪০৫ ৩০০ ৫০০
sottayonprokashon

ছোটদের প্রিয় রাসূল ৪

মদীনা এখন নবির শহর

সত্যায়ন
প্র কা শ ন

৮ ইয়াহূদিরা কেমন ছিল?

ইয়াহূদিদের কিতাবে প্রিয় নবির পরিচয় দেওয়া ছিল। ওরা জানত শেষ নবির শহর হবে মদীনা। তাই অনেক বছর আগে হিজরত করে ইয়াহূদিরা মদীনায় এসেছিল। ইয়াহূদিরা ভাবত, যদি শেষ নবি তাদের বংশে আসে, তাহলে সবার ওপর নেতা হতে পারবে। কিন্তু আল্লাহ নবিজিকে পাঠালেন ইসমাঈল عليه السلام -এর বংশে, আরবদের গোত্রে। এ জন্য ইয়াহূদিরা শত্রুতা শুরু করল। নবিজিকে চিনতে পেরেও ঈমান আনল না।

তাদের শত্রুতার একটি ঘটনা শোনো!

আবদুল্লাহ ইবনু সালাম ছিলেন একজন ইয়াহূদি আলিম। সত্য বুঝতে পেরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি নবিজিকে বললেন, তাঁর মুসলিম হওয়ার কথাটা যেন গোপন রাখা হয়। নইলে ইয়াহূদিরা তাকে মিথ্যা অপবাদ দেবে।

বিষয়টি যাচাই করার জন্য নবিজি কয়েকজন ইয়াহুদিকে ডাকলেন। ওদিকে আবদুল্লাহ ঘরের ভেতর লুকিয়ে রইলেন। তিনি ভেতর থেকে তাদের কথা শুনতে লাগলেন।

নবিজি ইয়াহুদিদের বললেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু সালাম কেমন লোক?’

ইয়াহুদিরা বলল, ‘তিনি তো আমাদের নেতা। তার বাবাও আমাদের নেতা ছিলেন। তিনি আমাদের মাঝে সবচেয়ে বড় আলিম, তার বাবাও বড় আলিম ছিলেন।’

নবি ﷺ তাদের বললেন, ‘যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে?’

ইয়াহুদিরা বলল, ‘আল্লাহর কসম! তিনি ইসলাম গ্রহণ করতেই পারেন না!’

তখন নবিজি ডাক দিলেন, ‘আবদুল্লাহ, বেরিয়ে এসো!’

আবদুল্লাহ ইবনু সালাম বের হয়ে বললেন, ‘ওহে ইয়াহুদিরা, আল্লাহকে ভয় করো! আল্লাহর কসম! তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই! তোমরা ভালো করেই জানো, মুহাম্মাদ ﷺ সত্যবাদী। আর তিনি সত্য নিয়েই এসেছেন!’

ইয়াহুদিরা সাথে সাথেই ভোল পাল্টে ফেলল। তারা বলল, ‘তুমি মিথ্যা বলছ! তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ লোক, আর তোমার বাবাও খারাপ লোক ছিল!’

দেখলে তো বন্ধুরা! এরা কতটা মিথ্যাবাদী! এভাবেই যুগ যুগ ধরে ইয়াহুদিরা ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা ছড়িয়ে যাচ্ছে।

গল্পটি *সহীহ বুখারি*-এর
৩৯৩৮ নং হাদীস অনুসারে
সাজানো হয়েছে।

৯ ইয়াহূদিদের সাথে চুক্তি

একবার আনসার সাহাবিরা একসাথে বসে কথা বলছিলেন। তখন এক বৃদ্ধ ইয়াহূদি তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে দেখল, আনসারদের মধ্যে কোনো শত্রুতা নেই। আওস ও খাযরাজ গোত্র একে অন্যের ভাই-ভাই হয়ে গেছে।

এসব দেখে সে হিংসায় জ্বলতে লাগল। বৃদ্ধ লোকটির সাথে একজন যুবক ইয়াহূদি ছিল। বৃদ্ধ তাকে বলল, তুমি ওদের কাছে যাও। ওদের পুরোনো যুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দাও। যুদ্ধের কবিতা শুনিয়ে সবাইকে খেপিয়ে দাও। যুবকটি তা-ই করল। এতে আনসারদের মনে পুরোনো শত্রুতার স্মৃতি জেগে উঠল। একসময় তুমুল ঝগড়া লেগে গেল। এমনকি সবাই অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের জন্য রওনা দিলেন!

এই খবর পেয়ে নবি ﷺ দ্রুত ছুটে এলেন। তিনি বললেন, 'হায় আল্লাহ! আমি বেঁচে থাকতেই তোমরা জাহিলি যুগে ফিরে যাচ্ছ? অথচ আল্লাহ তোমাদের অন্তরকে মিলিয়ে দিয়েছেন ইসলামের মাধ্যমে!'

তখন আনসার সাহাবিরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন। একে অন্যকে জড়িয়ে ধরলেন। সবাই আগের মতো মিলে গেলেন। এরপর রাসূল ﷺ-কে নিয়ে একসাথে মদীনায় ফিরলেন। এতে বৃদ্ধ ইয়াহূদির চক্রান্ত ভেস্তে গেল।

বন্ধুরা, ইয়াহূদিরা সব সময়ই মুসলিমদের বিরুদ্ধে এমন ষড়যন্ত্র করত। তাই নবিজি মদীনায় এসেই ইয়াহূদিদের সাথে একটি চুক্তি করলেন। যেন ওরা মুসলিমদের কোনো ক্ষতি করতে না পারে। এই চুক্তির অনেকগুলো শর্ত ছিল। কয়েকটি শোনো!

১. মুসলিমরা অন্য সবার থেকে ভিন্ন এক জাতি। মুমিনরা একে অন্যের ভাই ও অভিভাবক।

২. যেসব ইয়াহূদি মুসলিমদের অনুগত থাকবে, তারা সাহায্য পাবে। তাদের ওপর অত্যাচার করা হবে না। তাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করা হবে না।

৩. মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো কাফিরকে সাহায্য করা যাবে না।

৪. কুরাইশ ও তাদের সহযোগীদের আশ্রয় দেওয়া যাবে না। বাইরের শত্রুরা মদীনায় হামলা করলে চুক্তিবদ্ধ সবাই একে অপরকে সাহায্য করবে।

৫. মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুমতি ছাড়া কেউ চুক্তি থেকে বের হতে পারবে না।

৬. কোনো বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ দেখা দিলে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

বন্ধুরা, এই চুক্তির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায়, নবিজিই হলেন মদীনার নেতা। তিনিই সবার বিচারক। সবাইকে তাঁর ফায়সালা মানতে হবে। কিন্তু কুচক্রী ইয়াহূদিরা কি এত সহজেই তা মেনে নেবে? কিছুদিনের মধ্যেই ইয়াহূদিরা চুক্তির বিভিন্ন শর্ত ভাঙতে লাগল। মুসলিমদের সাথে শত্রুতা শুরু করল।

এদিকে, মক্কার মুশরিকরাও চিঠি পাঠিয়ে হুমকি দিল, মদীনায় হামলা করে মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে! এই পরিস্থিতি দেখে নবিজি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। আর এরই মাধ্যমে শুরু হলো মুসলিমদের জীবনে এক নতুন অধ্যায়!

ঘটনাটি ইবরাহীম আলি-এর *সীরাতুন নবি* (২/৪৫-৫৪) অনুসারে সাজানো হয়েছে।

এক-নজরে গল্পগুলো

- দুশমন হলো দেহরক্ষী
- পথে পথে নুবুওয়াতের আলো
- কুবায় হলো পথের শেষ
- এলেন নবি তাঁর শহরে!
- নবির শহরে নবির মাসজিদ
- মুমিনরা তো ভাই-ভাই
- ঘরের ভেতর দুশমন
- ইয়াহূদিরা কেমন ছিল?
- ইয়াহূদিদের সাথে চুক্তি

9 789849 541646

মদীনা এখন নবির শহর
লেখক: তানভীর হায়দার
শারঈ সম্পাদক: আব্দুল হাই মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
প্রকল্প পরিচালক: ইসমাইল হোসাইন
গ্রাফিক্স: শরিফুল আলম
প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০২১
সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য: ৳১৪২

সত্যায়ন
প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
মুঠোফোন: ০১৪০৫ ৩০০ ৫০০
sottayonprokashon

ছোটদের প্রিয় রাসূল ৫
রণাঙ্গনে প্রিয় রাসূল
সত্যায়ন
প্র কা শ ন

খন্দক

মুশরিকদের শেষ চেষ্টা ৩

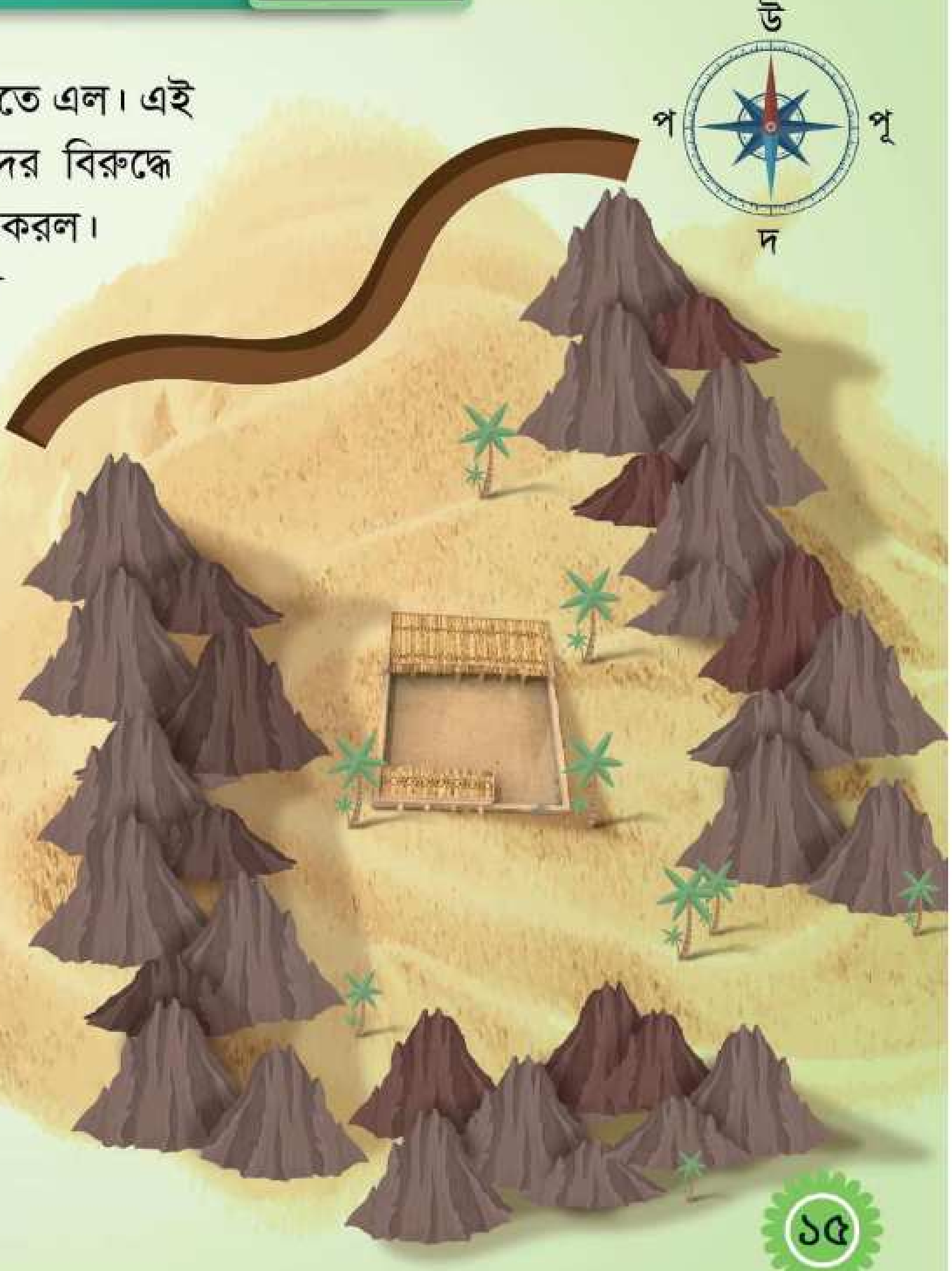

উহুদ যুদ্ধের দুই বছর পর মুশরিকরা আবার হামলা করতে এল। এই যুদ্ধের উস্কানিদাতা ছিল ইয়াহূদিরা। তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে আরব গোত্রগুলোকে খেপিয়ে তুলল। তাদের ঐক্যবদ্ধ করল। দশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে মুশরিকরা মদীনার দিকে রওনা হলো! মদীনার ভেতর নারী-শিশু মিলিয়েও এত লোক নেই। শত্রুরা আনন্দিত। এবার মুসলিমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে!

মদীনার কাছাকাছি এসেই কাফির-বাহিনী হতবাক। একি! মদীনায় প্রবেশের কোনো উপায় নেই। বিশাল এক পরিখা খনন করা হয়েছে। এটা পার হওয়াও সম্ভব নয়। আবার মাটি ফেলে ভরাট করাও অসম্ভব। কারণ, পরিখার ওপাশে মুসলিমরা অস্ত্র নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। কেউ সেদিকে যাওয়ার চেষ্টা করলেই তির নিক্ষেপ করছে। উপায় না দেখে আবূ সুফইয়ান পরিখার এ-পাশেই তাঁবু গাড়ল। দশ হাজার সৈন্য দিয়ে পুরো মদীনা ঘেরাও করে ফেলল!

মদীনার তিনদিকে পাহাড় ও খেজুর বাগান। কেবল উত্তর দিক খোলা। আর সেদিকেই খনন করা হয়েছিল এই বিশাল পরিখা। পরিখা খনন করা ছিল খুবই কষ্টের কাজ। সাহাবিরা দিনরাত গর্ত খুঁড়তেন। নবিজিও তাদের সাথে কাজে অংশ নিতেন। একদিন গর্ত খুঁড়তে গিয়ে হঠাৎ একটি বিশাল পাথর বেরিয়ে এল। কেউ সেটা ভাঙতে পারছিল না। তখন এগিয়ে এলেন প্রিয় নবি ﷺ । তিনি বিসমিল্লাহ বলে তিনবার আঘাত করলেন। এতে পুরো পাথরটিই ধুলায় পরিণত হলো!

প্রতিবার আঘাতের পরেই নবিজি তাকবীর দিলেন। এরপর সাহাবিদের সুসংবাদ দিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! আমি শামের লাল প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি! পারস্যের সাদা প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি! আমাকে ইয়েমেনের চাবি দেওয়া হয়েছে!

এই সুসংবাদের অর্থ হলো মুসলিমরা একদিন এসব এলাকা জয় করবে। এই খবর শুনে মুনাফিকরা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছিল। তারা বলল, ‘আমরা বাঁচার জন্য গর্ত খুঁড়ছি আর তিনি কিনা রোম-পারস্য জয়ের সংবাদ দিচ্ছেন!’ কিন্তু আল্লাহর রাসূলের ওয়াদাই সত্য হয়েছিল। মুসলিমরা কয়েক বছর পরেই পারস্য, শাম, ইয়েমেনসহ চতুর্দিক বিজয় করতে শুরু করেন।

এই যুদ্ধ কীভাবে শেষ হয়েছিল জানো? ঝড়ো বাতাসের মাধ্যমে! এটাও ছিল আল্লাহর সাহায্য।

একরাতে রাসূল ﷺ গুপ্তচর পাঠাতে চাইলেন। যেন শত্রুপক্ষের খবর জানা যায়। কিন্তু প্রচণ্ড ভয়, ক্ষুধা ও কনকনে ঠান্ডার কারণে কেউ যেতে সাহস করছিল না। অবশেষে নবিজি হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.)-কে যেতে নির্দেশ দিলেন। তিনি গিয়ে দেখলেন, কাফিরদের মনোবল ভেঙে গেছে। তীব্র শীতে তারা বিপর্যস্ত। ঝড়ো বাতাসে তাদের তাঁবু বিধ্বস্ত। হাঁড়ি-পাতিল লন্ডভন্ড। চুলার আগুনও নিভে গেছে। কাফিররা আবূ সুফইয়ানের ওপর বিরক্ত। তখন আবূ সুফইয়ান বলল, ‘আমাদের পশুগুলো মারা যাচ্ছে, ইয়াহূদিরা ওয়াদা ভঙ্গ করেছে, ঝড়ো হাওয়ায় আমরা বিপর্যস্ত। কাজেই তোমরা ফিরে চলো, আমিও চললাম!’

এভাবে টানা পঁচিশ দিনের অবরোধ ব্যর্থ হলো। শত্রুরা খালি হাতেই ফিরে গেল। কাফিরদের পলায়নের পর নবিজি সুসংবাদ দিলেন, এখন থেকে ওরা আর আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে না। আমরাই লড়াই করতে যাব ওদের এলাকায়।

ঘটনাটি আহমাদ-এর *আল-মুসনাদ* (৪/৩০৩) অনুসারে সাজানো হয়েছে।

এক-নজরে গল্পগুলো

- বদর: দুই বাহিনীর মোকাবেলা
- উহুদ: ভুলের খেসারত
- খন্দক: মুশরিকদের শেষ চেষ্টা
- মদীনা ছাড়ল ইয়াহূদিরা
- হুদায়বিয়া: এক সুস্পষ্ট বিজয়

9 789849 541646

রণাঙ্গনে প্রিয় রাসূল
লেখক: তানভীর হায়দার
শারঈ সম্পাদক: আব্দুল হাই মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
প্রকল্প পরিচালক: ইসমাইল হোসাইন
গ্রাফিক্স: শরিফুল আলম
প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০২১
সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য: ৳১৪২

সত্যায়ন
প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
মুঠোফোন: ০১৪০৫ ৩০০ ৫০০
sottayonprokashon

ছোটদের প্রিয় রাসূল ৬
বিশ্বজুড়ে
ওহীর
আলো
সত্যায়ন
প্রকাশন

তাবুক
ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা ৫

রোমানরা মুসলিমদের ওপর হামলার চক্রান্ত করছিল। এই খবর পেয়ে নবি ﷺ ভাবলেন, ওদের মদীনা আক্রমণের সুযোগ দেওয়া যাবে না; বরং আমরাই ওদের এলাকায় যুদ্ধ করতে যাব। তিনি সাহাবিদের নির্দেশ দিলেন, যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও!

তখন ছিল প্রচণ্ড গরম। ক্লান্ত লোকেরা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিত। চারিদিকে ছিল অভাব। সবাই ভাবত, কখন ঘরে ফসল তুলব! এই অবস্থায় দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে যুদ্ধ করা খুবই কষ্টকর। এ জন্য এই যুদ্ধের নাম 'কষ্টের যুদ্ধ' বা 'গাযওয়াতুল উসরা।' যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থ। তাই নবিজি ঘোষণা দিলেন, 'যে এই বাহিনী প্রস্তুতির জন্য খরচ করবে, তার জন্য জান্নাত!'

এই ঘোষণা শুনে সাহাবিরা দানের প্রতিযোগিতা শুরু করলেন!

উসমান (রা.) দান করলেন তিন শ উট ও এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা। এত স্বর্ণমুদ্রা দেখে নবিজি অনেক খুশি হলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ, আমি উসমানের ওপর সন্তুষ্ট, আপনিও সন্তুষ্ট হয়ে যান!'

উমর নিয়ে এলেন অর্ধেক সম্পদ। আর আবূ বকর নিয়ে এলেন তাঁর সমস্ত সম্পদ! নবি বললেন, 'আবূ বকর, বাড়িতে কী রেখে এসেছ?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি!'
পিছিয়ে ছিলেন না নারীরাও। তারা তাদের গয়নাগাটি, অলংকার পাঠিয়ে দিলেন। যারা দরিদ্র সাহাবি ছিলেন, তারা কিছু না পেয়ে খেজুর দান করলেন। আর যাদের জিহাদে যাবার কোনো উপায় ছিল না, তারা কান্নাকাটি করছিলেন। মুসলিমদের কেউই পিছিয়ে থাকতে চাইলেন না। কিন্তু মুনাফিকরা যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য টালবাহানা শুরু করল। ওরা সাহাবিদের ব্যঙ্গ করে বলতে লাগল, দুয়েকটা খেজুর দান করেই রোমের বাদশাহকে হারিয়ে দেবে নাকি?

অবশেষে নবিজি সাহাবিদের নিয়ে তাবূকের উদ্দেশে রওনা দিলেন। এই সফর ছিল অনেক কষ্টকর। উটের সংখ্যা ছিল খুবই কম। একটি উটের পিঠে পালাক্রমে আঠারো জন চড়তেন। বাকি পথ যেতেন পায়ে হেঁটে!

প্রচণ্ড গরমে তাদের খুব পিপাসা পেল। মনে হচ্ছিল যেন মরেই যাবেন! এক ব্যক্তি পিপাসা সইতে না পেরে নিজের উট জবাই করে ফেলল। উটের পেট চিরে পানি পান করল। বাকি পানি নিজের বুকের ওপর ছিটিয়ে দিল! এ অবস্থা দেখে আবূ বকর বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের জন্য দুআ করুন!' তখন নবিজি দুই হাত তুলে দুআ করলেন। সাথে সাথেই আকাশে ঘন মেঘ জমল। বৃষ্টি হলো। এরপর সবাই পানির পাত্র ভরে নিলেন।

এভাবে অনেক কষ্ট করে সাহাবিরা তাবূক পৌঁছালেন। সেখানে বিশ দিন থাকলেন। কিন্তু রোমানরা যুদ্ধে আসার সাহস পেল না! আল্লাহ তাদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিলেন। বিনা যুদ্ধেই বিজয়ী হলেন নবিজি। সেখানকার বিভিন্ন গোত্রের সাথে সন্ধি করে মদীনায় ফিরলেন।

মদীনায় এসেই নবি ﷺ গেলেন মাসজিদে। সেখানে দুই রাকাআত সালাত পড়লেন।

তখন মুনাফিকরাও মাসজিদে এল। এরা তাবূক যুদ্ধে যায়নি। অথচ যুদ্ধে যাওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। মুনাফিকরা বাঁচার জন্য মিথ্যা অজুহাত দেওয়া শুরু করল। নবিজি তাদের অজুহাত কবুল করে নিলেন। আর তাদের আসল অবস্থা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিলেন।

তিন জন আনসার সাহাবিও এই যুদ্ধে যেতে পারেননি। অথচ অন্যান্য যুদ্ধে তারা কখনও পিছিয়ে থাকেননি। তাবূকের যুদ্ধে যেতেও ইচ্ছুক ছিলেন। তবুও যেতে পারেননি কেন জানো? প্রস্তুতি নিতে দেরি করার কারণে! আর ফরজ হওয়ার পরেও জিহাদে না যাওয়া অনেক বড় গুনাহ। তাই তারা কোনো অজুহাত দেখালেন না। নিজেদের ভুল স্বীকার করে নিলেন। নবিজি তাদের বললেন, আল্লাহর সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো! আর সাহাবিদের নির্দেশ দিলেন, এই তিন জনের সাথে কেউ কথা বলবে না!

শুরু হলো এক কঠিন পরীক্ষা! তিন জন সাহাবির মধ্যে হিলাল ও মুররা ছিলেন বৃদ্ধ। তারা দিনরাত ঘরে বসে শুধু কাঁদতেন। অপরজন ছিলেন কা'ব ইবনু মালিক। তিনি হাটে-বাজারে যেতেন। কিন্তু কেউ তাঁর সাথে কথা বলতেন না।

একসময় তিনি আর সইতে পারলেন না। কথা বলার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন। একদিন দেওয়াল টপকে চাচাতো ভাইয়ের বাগানে ঢুকে পড়লেন। তাকে সালাম দিলেন। কিন্তু সালামের কোনো জবাব পেলেন না!

কা'ব বললেন, 'আল্লাহর কসম! তুমি কি জানো না, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি?' চাচাতো ভাই কোনো জবাব দিলেন না! কা'ব পরপর তিনবার একই প্রশ্ন করলেন। তবুও কোনো জবাব পেলেন না। শেষে চাচাতো ভাই শুধু এতটুকু বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন! এ কথা শুনে কা'বের চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল!

এভাবেই চলছিল দিনের পর দিন। তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। অবশেষে দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন পর আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করলেন। সাহাবিরাও তাদের আপন করে নিলেন। তিন সাহাবি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন।

ঘটনাটি *সহীহ বুখারি*-এর ২৯৪৮ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

এক-নজরে গল্পগুলো

- রাজদরবারে রাসূলের চিঠি
- মূতার যুদ্ধ: তিন সেনাপতির বাহিনী
- মক্কা বিজয়: দূর হলো শিরকের আঁধার
- হুনাইনের যুদ্ধ: সংখ্যা নয় ঈমানের শক্তি
- তাবূক: ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা
- বিদায় হাজ্জ: দ্বীন যেদিন পূর্ণ হলো
- ওফাত: মহান রবের সান্নিধ্যে

9 789849 541646

বিশ্বজুড়ে ওহির আলো
লেখক: তানভীর হায়দার
শারঈ সম্পাদক: আব্দুল হাই মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
প্রকল্প পরিচালক: ইসমাইল হোসাইন
গ্রাফিক্স: শরিফুল আলম
প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০২১
সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য: ৳১৪২

সত্যায়ন প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
মুঠোফোন: ০১৪০৫ ৩০০ ৫০০
sottayonprokashon